যুগান্তর

তারিখ ... 29 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা 8 ... কলাম 2 ...

শিক্ষক সংকট

অযৌক্তিক বদলি রোধ ও নিয়মিত নিয়োগ নিশ্চিত করুন

দেশের সরকারি প্রাইমারি স্কুল, হাইস্কুল ও কলেজগুলোয় চলছে বড় ধরনের শিক্ষক সংকট। হিসাব মতে, এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ৫৫ হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো। এসব প্রতিষ্ঠানে সহকারী ও প্রধান শিক্ষকের প্রায় ৫১ হাজার পদ বর্তমানে শূন্য। এ কথা মানতে খুব কষ্ট হয় যে, বেশকিছু প্রতিষ্ঠানে অনেক বিষয়ে একজন শিক্ষকও নেই, বাংলা ও ইংরেজির শিক্ষকরা পড়ান আইসিটি। জোড়াতালি আর কাকে বলে! সবচেয়ে করুণ অবস্থায় রয়েছে মফস্বলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। এখানকার সরকারি স্কুল-কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা দুরূহ হয়ে পড়েছে।

বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় যে শিক্ষক সংকট চলছে, তা শিক্ষাক্ষেত্রের এক বড় নৈরাজ্যই নির্দেশ করে। একটি প্রতিষ্ঠানে কোনো বিশেষ বিষয়ে একজন শিক্ষকও নেই, অথচ সেসব বিষয়ের ওপর পরীক্ষা হচ্ছে এবং তার ফলাফলও প্রকাশ হচ্ছে— এর চেয়ে বড় প্রহসন আর কী হতে পারে? আবার এক বিষয়ের শিক্ষক যখন আরেক বিষয়ে শিক্ষাদান করেন, তখন কি সেই শিক্ষা যথোপযুক্ত থাকে? মফস্বলের চিত্রটি যে বেশি খারাপ, তার কারণগুলো খোদ শিক্ষামন্ত্রীর মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে। তিনি বলেছেন, শিক্ষকরা ঢাকায় আসার জন্য তদবির করেন। সরকারি চাকরি করতে হলে সরকার যেখানে পোস্টিং দেবে সেখানেই যাওয়ার নিয়ম উল্লেখ করে তিনি আরও বলেছেন, ক্ষমতাবানদের তদবিরে যারা ঢাকায় আসেন, তারা অন্যায় করছেন। আমাদের প্রশ্ন, শিক্ষকদের বদলির আদেশটা দেয় কোন কর্তৃপক্ষ? নিশ্চয়ই তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন। তো ক্ষমতাবানদের তদবির কেন শোনেন তারা? তারা কাজ করবেন নিজস্ব নিয়মে, অন্যের অন্যায় হস্তক্ষেপ মেনে নেয়া কি আরেক ধরনের অন্যায় নয়? দ্বিতীয় কথা, শূন্য পদের বিপরীতে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া কেন থেমে আছে অথবা ধীরগতিতে চলছে? অবসর, মৃত্যু, ইস্তফাসহ বিভিন্ন কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় প্রতিদিন গড়ে ১০০ পদ শূন্য হচ্ছে। এই শূন্যতা পূরণেরই বা কী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে? একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। সম্প্রতি ২ হাজার ৮৯৮টি পদ পূরণের জন্য সরকারি কর্মকমিশনে (পিএসসি) চাহিদা পাঠানো হয়েছিল। এর মধ্যে ৩৪তম বিসিএস থেকে মাত্র ৮৯৮ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। প্রশ্ন, বাকি শূন্য পদগুলোর কী হবে? আমরা মনে করি, নিয়মিত নিয়োগ প্রদান এবং অযৌক্তিক বদলি ঠেকানো গেলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় শিক্ষক সংকট মোকাবেলা করা সম্ভব।

শিক্ষক সংকট দূর করার জোর দাবি জানাচ্ছি আমরা। শিক্ষা কোনোভাবেই জোড়াতালি দেয়ার খাত নয়। এটা এমন এক ক্ষেত্র, যেখানে কোনো ঘাটতি দেখা দিলে ভবিষ্যতে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে অন্যান্য খাতেও। আমরা আশা করব, দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক প্রশ্নে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। শিক্ষকদের প্রতিও আমাদের আবেদন থাকবে, নিজের পছন্দমতো এলাকায় বদলি হওয়ার প্রবণতা থেকে মুক্ত হতে হবে। একজনের সুবিধা যদি সমষ্টির অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সেই সুবিধা না নেয়াই সঙ্গত। তা তিনি যে-ই হোন না কেন।